যুগান্তর

তারিখ 11 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ঢাবি'র ৪ শতাধিক শিক্ষক কনসালটেন্সি নিয়ে ব্যস্ত

বাইরের চাকরি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ : ১৩তম কমিটি গঠিত

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বার বার উদ্যোগ নিয়েও শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম চাকরি বন্ধ করতে পারেননি। বর্তমানে প্রায় চার শতাধিক শিক্ষক নিয়মবহির্ভূতভাবে কনসালটেন্সিতে নিযুক্ত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভাঙিয়ে বাইরে কনসালটেন্সি করে লাখ লাখ টাকা আয় করলেও তারা ঢাবি'র হিস্যা পরিশোধ করছেন না। নিয়ম অনুযায়ী ঢাবি'র কোন শিক্ষক বাইরে কনসালটেন্সি করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে এবং আয়ের ১০ ভাগ অর্থ ঢাবি কোষাগারে জমা দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গণহারে বাইরে পার্টটাইম চাকরিতে ব্যস্ত থাকায় তাদের সেবা ও সময় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এ জন্য কর্তৃপক্ষ ফের কনসালটেন্সি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছেন। গতকাল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, কনসালটেন্সি নিয়ন্ত্রণে ১৯৮৫ সাল থেকে এবার নিয়ে কর্তৃপক্ষ মোট ১৩ বার উদ্যোগ নিয়েছেন। সর্বশেষ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৯৮ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউট থেকে কনসালটেন্সি বন্ধে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আহ্বান করা হয়। সেই বার বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউটগুলো থেকে ১৯ দফা সুপারিশ পাঠানো হয়। কিন্তু তখন এ ব্যাপারে আর কোন অগ্রগতি হয়নি। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদ, সমাজকল্যাণ ইন্সটিটিউট এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটের শিক্ষকরাই বাইরে বেশি কনসালটেন্সি করেন। তাদের বেশিরভাগ শিক্ষক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, এনজিও ব্যবসা, বাণিজ্যিক সংস্থায় খণ্ডকালীন কো-অর্ডিনেটর, ডিরেক্টর, উপদেষ্টা কিংবা দেশী-বিদেশী সংস্থায় কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। অভিযোগ রয়েছে, যেসব শিক্ষক কনসালটেন্সি করেন, তারা ঠিকমতো ক্লাস নেন না। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করলে তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়। এমনকি কোন কোন শিক্ষক ক্লাসে বলেছেন, 'তোমরা ২০/২৫ টাকা বেতন দিয়ে এত ভাল পড়তে চাও কেন? প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা লাখ লাখ টাকা দিয়ে পড়ে, তারা তো ক্লাসে কোন কথা বলে না'– বাণিজ্য অনুষদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্রছাত্রী এ অভিযোগ করেছে। শিক্ষকদের কনসালটেন্সির কারণে পাঠদান সমস্যা ছাড়াও পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। কোন কোন বিভাগে পরীক্ষার ৬ মাস পরও ক্লাস শুরু হয় না। পরীক্ষার ৯ মাস পর

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৮

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ

- শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস নেন না
- পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হয়
- পরীক্ষার পর ক্লাস শুরু হয় না
- অহেতুক হয়রানি করা হয়

শিক্ষক : ঢাবি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ফল (যারা এখন তৃতীয় বর্ষে) কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে এবং অনুমতি না নিয়েও শিক্ষকরা বাইরের বৈধ সংস্থার সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক রাখতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে আর্থিক লাভের বিষয়টি জড়িত থাকতে পারবে না। আর আর্থিক বিষয় জড়িত থাকলে সে ক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্বানুমতি নিয়ে আয়ের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা দিতে হবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কনসালটেন্সিতে নিযুক্ত চার শতাধিক শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১২ জন অনুমতি নিয়েছেন। বাকিরা কোন অনুমতি নেননি। জানা যায়, বিধি অনুযায়ী একজন অধ্যাপকের সপ্তাহে ১০টি, সহযোগী অধ্যাপকের ১৪টি, সহকারী অধ্যাপকের এবং প্রভাষকের ১৬টি ক্লাস নেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষকই তা নেন না। তারা নির্ধারিত ক্লাস প্রায়ই ফাঁকি দেন। এ জন্যই শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন। কমিটিকে ৫টি বিষয়ে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : অনুমতি না নিয়ে যেসব শিক্ষক কনসালটেন্সি করেন তাদের চিহ্নিত করা, কনসালটেন্সির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিধি সংশোধন-পরিবর্তন দরকার কিনা সে ব্যাপারে শিক্ষকদের মতামত গ্রহণ, কিভাবে এটা চ্যানেলাইজ করা যায় তা চিহ্নিত করা এবং যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষকরা যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কিভাবে খণ্ডকালীন হিসেবে তাদের যুক্ত করা যায় তার রিপোর্ট তৈরি করা। কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করবেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। এছাড়া কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে সদস্য সচিব করে আরও ৩ জনকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। তারা হলেন, সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অধ্যাপক আসাদুজ্জামান, বাণিজ্য অনুষদের ডিন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক সাইয়াদ সালেহীন কাদরী। তাদের তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়েই একজন শিক্ষক বাইরে কনসালটেন্সি করার সুযোগ পান। সেজন্য নিয়ম অনুযায়ী কেউ বাইরে কনসালটেন্সি করলে বা ডেপুটেশন ও লিয়েনে গেলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আয়ের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা দিতে হয়। কিন্তু এ বিধি উপেক্ষিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এবার কঠোর পদক্ষেপ নেবেন।